গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পরিচালক-৬ শাখা

মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা

-২০২০-

মুজিববর্ষে 'করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে' নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সারাদেশে ৫ কোটি পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী করোনায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি ১.২৫ কোটি পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করে। আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভিজিডি, ভিজিএফ ও অন্যান্য সুবিধাপ্রাপ্ত প্রায় ৭৬ লক্ষ পরিবার ব্যতীত অবশিষ্ট প্রায় ৫০ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মাসে পরিবার প্রতি ২৫০০ টাকা এককালীন নগদ সহায়তা (Cash transfer) প্রদান করা হবে। পরিবার প্রতি ২,৫০০/-টাকা এককালীন নগদ সহায়তা (Cash transfer) প্রদান বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করা হলো।

২. **উপকারভোগী:** এ তালিকায় ভাসমান মানুষ, নির্মাণ শ্রমিক, গণপরিবহন শ্রমিক, রেস্টুরেন্ট শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, রেলওয়ের কুলি, মজুর, ঘাটশ্রমিক, নরসুন্দর, ফেরিওয়ালা, দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান গাড়ীচালক এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের লোকসহ মানবিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য পরিবারবর্গ এবং যারা দৈনিক আয়ের ভিত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করে এরকম জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩. **আর্থিক সহায়তা:** তালিকা অনুযায়ী মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধার মাধ্যমে পরিবার প্রতি নগদ ২৫০০ টাকা সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট প্রেরণ করা হবে।

৪. **প্রশাসনিক অঞ্চলভিত্তিক উপকারভোগী নির্ধারণ:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিজস্ব গাইডলাইন অনুযায়ী জেলা,উপজেলা,পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

৫. **উপকারভোগী নির্বাচন:**

৫.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে নির্বাচিত সাধারণ সদস্যের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি প্রাথমিকভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করবে।

৫.২ উপজেলা কমিটি ওয়ার্ড কমিটির নিকট থেকে প্রাপ্ত তালিকা পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে। উপজেলা কমিটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মোট উপকারভোগীর মধ্য হতে কমপক্ষে ১০% উপকারভোগীর তালিকা সরেজমিন যাচাই করবে।

৫.৩ উপজেলা কমিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে গঠিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদের সকল চেয়ারম্যান, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমাজসেবা, বিআরডিবি, যুব উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক, সমবায়, প্রাথমিক শিক্ষা, মৎস্য ও কৃষি বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়া উপজেলার ৩জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (শিক্ষক, নারী প্রতিনিধি, সমাজসেবক) কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫.৪ জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী উপকারভোগীদের সঠিক ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়নে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারক করবে এবং কমিশনারগণ উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ ও নগদ সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম সার্বিক সমন্বয় করবে।

৬. উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ ও ডাটা এন্ট্রি ও ডাটা স্থানান্তর:

৬.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নির্ধারিত ফরমে ওয়ার্ড কমিটি উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ করবে। এই ফরমে উপকারভোগীর নাম, পেশা, মোবাইল নম্বর এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৬.২ উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য নির্ধারিত ফরম্যাটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ডাটা বেইজে আপলোড করবে।

৬.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সংগৃহীত সমুদয় তথ্য filtering and reconciliation করতঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

৬.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত ডাটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংগৃহীত তথ্য সঠিক ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে মর্মে প্রত্যয়নপূর্বক অর্থ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে ।

৭. দ্বৈততা পরিহার এবং মোবাইল ব্যাংক হিসাব খোলা:

৭.১ দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য তার ডাটাবেইজে রক্ষিত সরকারের অন্যান্য সুবিধাভোগীর তালিকার সাথে যাচাই করবে। দ্বৈত সুবিধাভোগীদের তালিকা পুন:বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ফেরত দেবে।

৭.২ অর্থ বিভাগের ডাটা বেইজে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকারভোগীদের তালিকা অর্থ বিভাগ নির্বাচিত মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রেরণ করবে। মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচন কমিশনের ডাটা বেইজের সাথে উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্রের (NID) সঠিকতা যাচাই করে উপকারভোগীদের অনুকূলে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলবে। অর্থ বিভাগ বিষয়টি পরিবীক্ষণ করবে এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীর হিসাবে নগদ সহায়তা প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

৮. আর্থিক মঞ্জুরি

মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীর হিসাবে আর্থিক সহায়তা (Cash transfer) প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুকূলে প্রয়োজনীয় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করবে। অর্থ বিভাগ মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার সাথে আলোচনা করে উপকারভোগীর হিসাবে টাকা স্থানান্তরের (Cash transfer) কর্মকৌশল নির্ধারণ করবে।

৯. উপকারভোগীদের নিকট আর্থিক সহায়তা প্রেরণ

৯.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Drawing and Disbursing Officer (DDO) নিবন্ধনকৃত উপকারভোগীর তালিকা হতে ব্যাচভিত্তিক বিল প্রস্তুত করে চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার (সিএএফও), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর দাখিল করবে।

৯.২ সিএএফও, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিলটি অনুমোদন করে প্রত্যেক উপকারভোগীর জন্য ২,৫১৫/- টাকার (০.৬০ শতাংশ হারে মোট ১৫ টাকা কমিশনসহ) ইএফটি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবে।

৯.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক উপকারভোগীর একাউন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করবে।

১০. আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

১০.১ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ তার স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে উপকারভোগীর নিকট অর্থ প্রেরণের বিষয়টি নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করবে।

১০.২ মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবাসমূহ তালিকা অনুযায়ী উপকারভোগীর হিসাবে যথাযথভাবে নগদ অর্থ ট্রান্সফার করেছে কিনা তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পরিবীক্ষণ করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সময়ে সময়ে Compliance Report প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

১১. নির্দেশিকা সংশোধন

সরকার বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নির্দেশিকাটি সময়ে সময়ে পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/ সংশোধন/ বিয়োজন করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এ নির্দেশিকার আলোকে তাদের নিজ কাজের সুবিধার্থে শুধুমাত্র নিজ কর্মপরিধির জন্য পৃথক নির্দেশিকা জারি করতে পারবে।

স্বাক্ষরিত/-
(ড. আহমদ কায়কাউস)
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব